ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

স্মারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতলেন যারা

পৃঃ ৫

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন; ▶▶ বিগ ব্যাশ খেলবেন রশিদ খান

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৩৯ ● কলকাতা ● ১২ ভাদ্র, ১৪৩০ ● বুধবার ● ৩০ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

জম্মু-কাশ্মীরে ভোট কবে, জানতে চাইল শীর্ষ কোর্ট, কী জানালেন কেন্দ্রের আইনজীবী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চার বছর আগে সংসদে বিল এনে নরেন্দ্র মোদীর সরকার জম্মু কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ বাতিল করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে জম্ম-কাশ্মীরকে দুই ভাগ করে লাদাখকে আলাদা করে দেয় কেন্দ্রীয় সরকার । একই সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরকে রাজ্য থেকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ।কেন্দ্রীয় সরকারের আগের ঘোষণা অনুযায়ী জম্মু কাশ্মীরে এতদিনে ভোট হয়ে যাওয়ার কথা। ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান চার বছরেও জম্মু কাশ্মীরে শান্তি ফেরানো যায়নি। প্রায়ই জঙ্গি হামলা চলছে। তাছাড়া পণ্ডিত সমাজের ক্ষোভ এখনও সামাল দেওয়া যায়নি। কাশ্মীর ছেড়ে পণ্ডিত সমাজের মানুষ জম্মুতে নেমে এসেছেন। জঙ্গিরা পণ্ডিত সমাজকে তটস্থ করে তুলতে টার্গেট কিলিংয়ের আশ্রয় নিয়েছে।

তবে বিজেপির একটি মহলের মতে, আগামী মাসে জি-২০ সম্মেলন শুরুর আগে জম্মু কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্র বড় ঘোষণা করতে পারে। ৯-১০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওই সম্মেলনে বিশ্বের ২০টি গুরুত্বপূর্ণ দেশের রাষ্ট্র প্রধানেরা হাজির থাকবেন। তার আগে দেশে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল বহাল আছে বোঝাতে জম্মু কাশ্মীর নিয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ করতে পারে।তার

এরপর ৩ পাতায়

দত্তপুকুর বিস্ফোরণের ঘটনায়

শুভেন্দুর মামলা খারিজ হাইকোর্টে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছে না রাজ্যের বিরোধী দলনেতার। একদিকে দলের অন্দরেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক্রমশ বাড়ছে। অন্যদিকে কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর দায়ের করা একের পর এক মামলা খারিজ হয়ে যাচ্ছে। সোমবার তাঁকে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রীতিমত নির্দেশ দিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমৃত্যু নিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা প্রত্যাহার করে নিতে।তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, 'জনস্বার্থ মামলকারীরা বিস্ফোরণ আইনে মামলা করার আবেদন করেছেন। এফআইআরে বিস্ফোরণ আইনের ধারা যোগ করা হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। অন্য দিকে, কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসিটির জেনারেল জানিয়েছেন, ওই এলাকায় এনআইএ গিয়েছে। এই অবস্থায় আদালত মনে করছে রাজ্য পুলিশ আপাতত তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় রাজ্য পুলিশ তদন্ত করছে। এই অবস্থায় মামলাকারীর আবেদন উহ্য রাখছে আদালত। পুলিশ তদন্ত সম্পূর্ণ করুক। এখন এই মামলাটি অপরিণত। তাই পুলিশ তদন্ত চালিয়ে নিয়ে যাবে। আগামী দিনে মামলাকারীর নতুন কোনও অভিযোগ থাকলে জানাতে পারবেন।'এদিন অর্থাত মঙ্গলবার সেই তিনিই দত্তপুকুর বিস্ফোরণের ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাটিও খারিজ করে দিলেন। কার্যত পর পর দুই দিনে কলকাতা হাইকোর্টে জোড়া ধাক্কা খেয়ে গেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যে হাইকোর্ট কার্যত তাঁর অবাধ বিচরণ ও অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছিল, এখন সেখানেই একের পর এক ধাক্কা খেতে হচ্ছে। রাতারাতি অনেক কিছুই বদলে গিয়েছে

এরপর ৩ পাতায়

ছায়াপথ প্রকাশনী পেতে চলেছে আরও একজন সাহিত্য সাধিকা তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি, সাহিত্যিক, তূর্ণা দত্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মানুষ পারেনা এমন কিছু হতে পারে না, মানুষ মনে করলেই সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিতে পারে তাদের কার্যকলাপ।আর সেই কার্যকলাপের রূপরেখা তৈরি হয় কোন এক মাধ্যম দিয়ে, তেমনি ছায়াপথ প্রকাশনীর মাধ্যমে নিজের প্রতিভা ও সম্পাদনায় নতুন কিছু মানুষের মাঝারে তুলে ধরতে চাই তূর্ণা দত্ত। নতুন কিছু সৃষ্টির মাঝে আর পাঠক সমাজের মধ্যে নিজের মেলবন্ধন তৈরি করার অর্ধম ইচ্ছা, ছায়াপথ প্রকাশনীর হাত ধরে।তাই ছায়াপথ প্রকাশনী পেতে চলেছে আরও একজন সাহিত্য সাধিকা তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি, সাহিত্যিক, তূর্ণা দত্ত যিনি প্রথম বারের জন্যে পদার্পণ করতে চলেছেন সম্পাদনার জগতে সাহিত্যপ্রাণ লেখিকা এও জানান যে দিনের পর দিন ডিজিটাল মাধ্যম গুলোর ভিড়ে বই পড়ার প্রবণতাকে বাঁচিয়ে রাখার গুরুভার আমাদেরই নিতে হবে নাহলে আগামী কিছু দশকের মধ্যেই সাহিত্যচর্চার বিলুপি ঘটতে পারে, যেভাবে পাঠকরা বই থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন তার ফলে অগণিত প্রান্তিক লেখকের লেখনীও নির্বাসনে যেতে বসেছে বলেই লেখিকার ধারণা ছায়াপথ প্রকাশনী পরিবার যখন পাঠক সমাজকে বই মুখী করার কর্মযজ্ঞে ব্রতী হয়েছে তাই আমাদের উচিত একসাথে মিলে সাহিত্যের প্রতি নিজ নিজ কর্তব্য গুলো পালন করা।

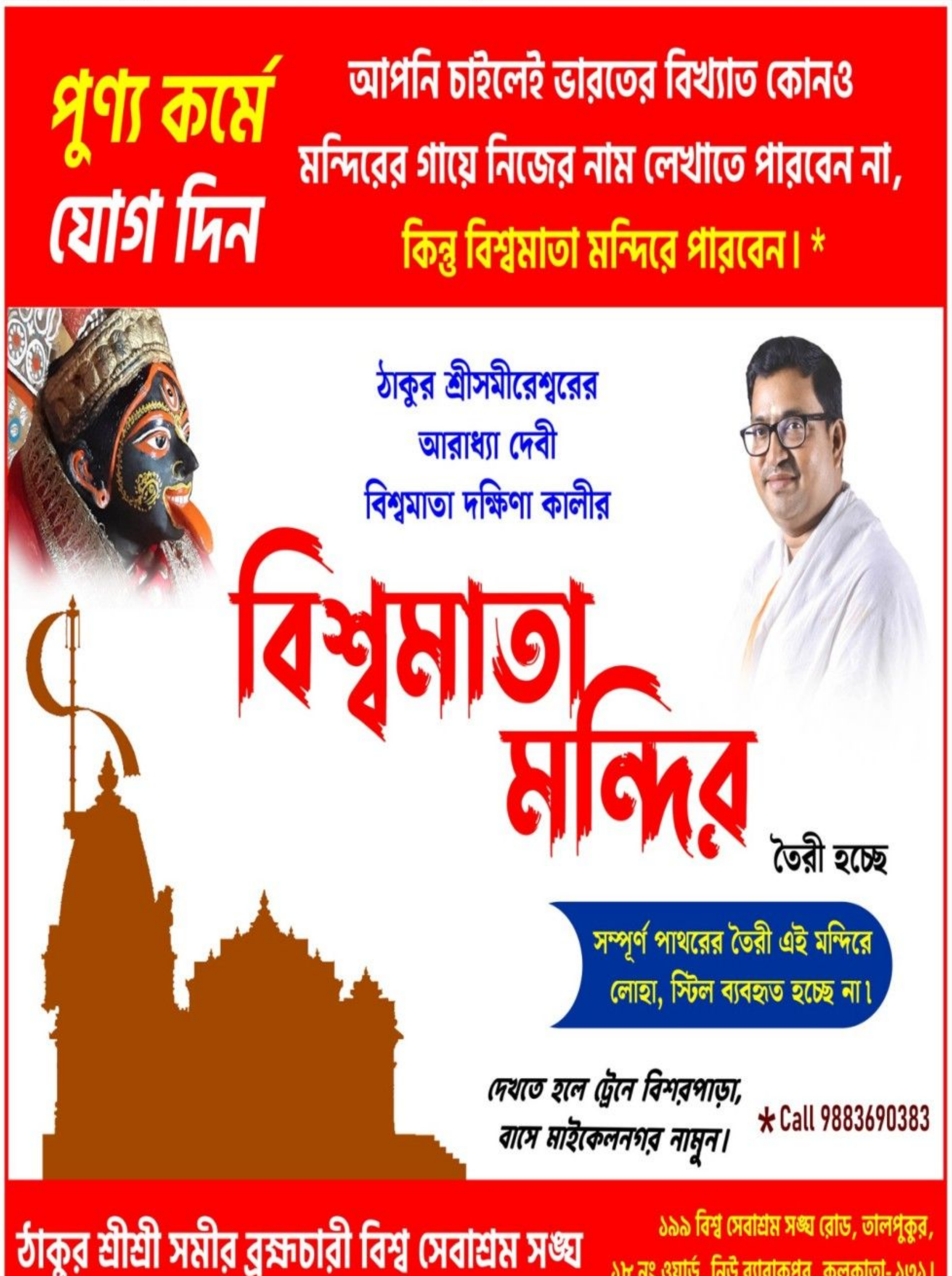

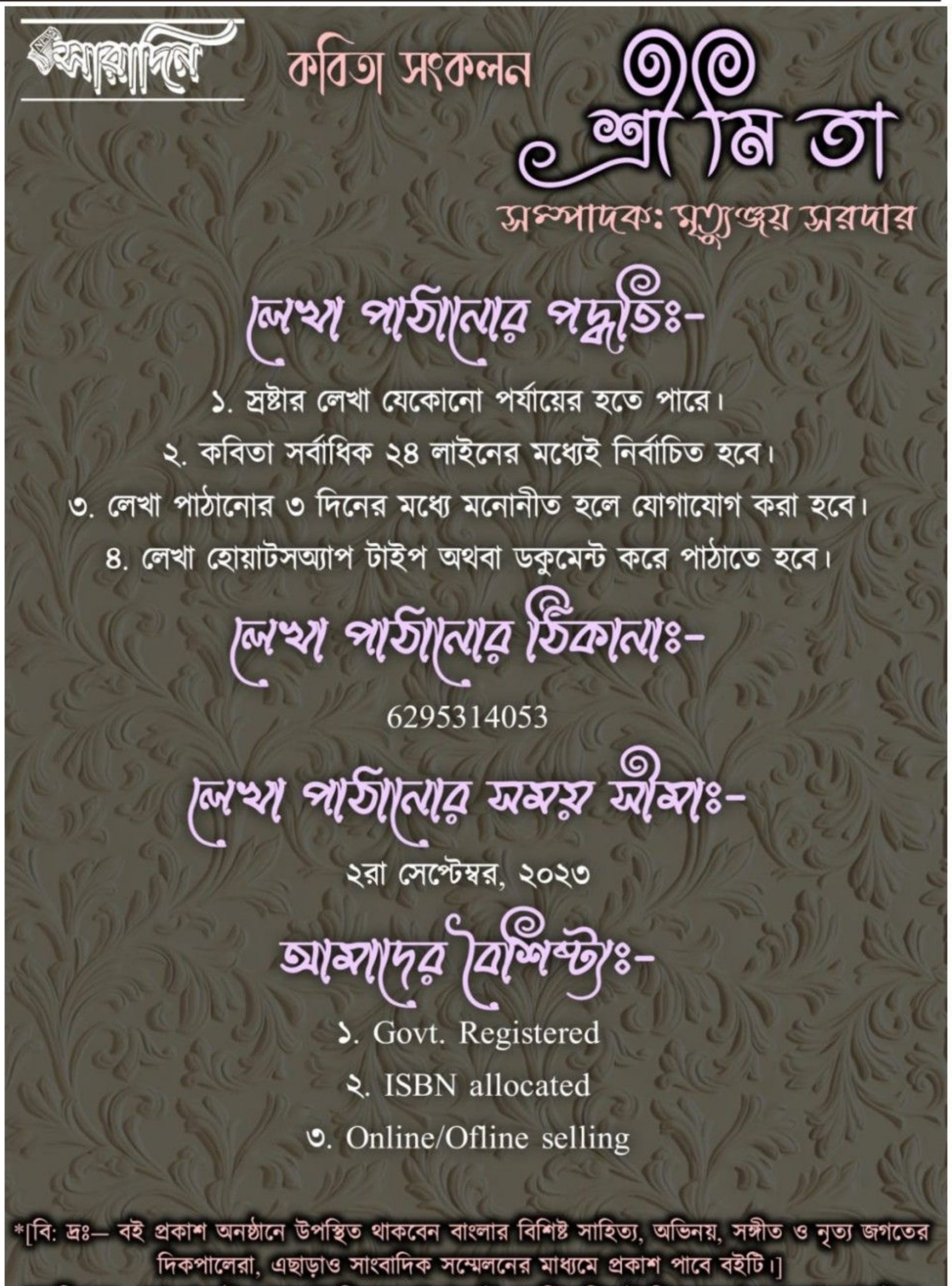

ইডি-র হাতে এবার বড় গ্রেফতার!

গভীর রাতে জালে চিটফান্ড কর্তা! আর কারা যুক্ত? তোলপাড়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চক্র গ্রুপের কর্ণধার পার্থ চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করল ইডি। সোমবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একটি চিটফান্ড সংস্থা খুলে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ চক্র গ্রুপের বিরুদ্ধে। এই সংস্থার নিউটাউন এবং তারাপীঠে হোটেল রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এদিকে, গত ২১ অগাস্ট চিটফান্ড কর্তা বিশ্বপ্রিয় গিরিকে গ্রেফতার করে ইডি। দেড় হাজার কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আমানতকারীদের টাকা তছরুপের অভিযোগে এর আগেও লেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশকর্তাদের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন বিশ্বপ্রিয়। এরপর তছরুপ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে সমন পাঠায় ইডি কর্তারা। রাতভর চলে জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীন তাঁর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতা করারও অভিযোগ ওঠে। তারপরেই গ্রেফতার হন বিশ্বপ্রিয়।এবারই অবশ্য প্রথম নয়, এর আগে ২০০৭ সালেও গ্রেফতার করা হয়েছিল পার্থ চক্রবর্তীকে। সেই সময় দীর্ঘদিন পালিয়ে ছিলেন তিনি। এরপর দমদম বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বাজার থেকে কয়েকশো কোটি টাকা তোলার অভিযোগ ওঠে চক্র গ্রুপের বিরুদ্ধে। কলকাতা পুলিশের একাধিক থানায় পার্থ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগও দায়ের হয়।

অভিযোগ, কলকাতার গরফা এলাকায় ফ্ল্যাট দেওয়ার নাম করে বহু টাকা তুলেছিলেন পার্থ চক্রবর্তী। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই দীর্ঘ সময় গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে কোনও প্রভাবশালীর যোগ রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হয়েছিল সেই সময়।

সরকার ৭৫ লক্ষ অতিরিক্ত

উজ্জ্বলা সংযোগ মঞ্জুর করেছে, এর ফলে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়ে হবে ১০ কোটি ৩৫ লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২৯ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : সারা দেশের এলপিজি গ্রাহকদের স্বস্তি দিয়ে সরকার রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার রান্নার গ্যাসে এই উল্লেখযোগ্য দাম কমানোর কথা ঘোষণা করেছে। সারা দেশে আগামীকাল অর্থাৎ ৩০ অগাস্ট থেকে ১৪.২ কিলোগ্রাম এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ২০০ টাকা করে কমছে। দিল্লিতে বর্তমানে এই সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ১০৩ টাকা থেকে কমে হবে ৯০৩ টাকা। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "রাখী বন্ধন উৎসব উপলক্ষে কোটি কোটি বোনেদের আমার তরফ থেকে এই উপহার। আমাদের সরকার দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এবং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণের সুবিধার্থে সম্ভাব্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাবে"। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীরাও সিলিন্ডার প্রতি অতিরিক্ত ২০০ টাকা করে ছাড় পাবেন। এর ফলে, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীদের জন্য সিলিন্ডার প্রতি দাম হবে ৭০৩ টাকা। দেশে ৩১ কোটিরও বেশি এলপিজি গ্রাহক রয়েছেন। এর মধ্যে ৯ কোটি ৬ লক্ষ পরিবার প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুফল ভোগ করেন। সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা দাম কমানোর এই সিদ্ধান্তের ফলে গ্রাহকদের বিশেষ সুবিধা হবে। প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায়

এরপর ৩ পাতায়

মুম্বইয়ে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক বৃহস্পতি এবং শুক্রবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকের আগে সাংগঠনিক বিস্তার নিয়ে ঘরোয়া ভাবে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। সূত্রের খবর, কোনও নেতাকে সার্বিক ভাবে জোটের আহ্বায়কের দায়িত্ব না-ও দেওয়া হতে পারে। অতীতে রাজনৈতিক জোটে আহ্বায়ক হিসেবে একজনকে রাখার চল ছিল। ইন্ডিয়া জোটের ক্ষেত্রে তা করার সম্ভাবনা কম। তবে ইন্ডিয়া জোটের যে এগারো জনের সমন্বয় কমিটি মুম্বইয়ে ঘোষণা করা হবে, সেখানে কিন্তু একজন আহ্বায়ক থাকবেন বলেই সূত্রের খবর।এই পরিস্থিতিতে এগারো জনের সমন্বয় কমিটিতে নীতীশ তাঁর দলের সাংসদ লালন সিংহকে না রেখে নিজেই থাকতে পারেন। স্থির হয়েছে, এগারোটি বড় দলের শীর্ষ নেতারা পছন্দমতো এক জনকে এই কমিটিতে পাঠাবেন। মনে করা হচ্ছে, কোনও দলেরই শীর্ষ পর্যায়ের নেতা বা নেত্রী নিজেরা সমন্বয় কমিটিতে থাকবেন না। দ্বিতীয় স্তরের নেতৃত্ব থেকে প্রতিনিধি বাছবেন তাঁরা। সেক্ষেত্রে নীতীশের মতো ওজনদার নেতা নিজেই যদি সমন্বয় কমিটিতে থাকেন, সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দল কংগ্রেসের দ্বিতীয় স্তরের কোনও নেতার (যেমন কে সি বেণুগোপাল) পক্ষে কমিটির আহ্বায়ক হওয়ায় সমস্যা তৈরি হতে পারে।তবে এ ব্যাপারে সব আলোচনাই চূড়ান্ত হবে মুম্বইয়ের বৈঠকে। সূত্রের খবর, মুম্বইয়ের আলোচনার তিন সপ্তাহের মধ্যেই পরের বৈঠকটি করার কথা ভাবা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত রাজস্থান, হিমাচলপ্রদেশ বা মধ্যপ্রদেশের রাজধানীকে বৈঠকস্থল হিসেবে ভাবা হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকার। এই রাজ্যে ভোটও আসন্ন। যদি ভোপালে বৈঠক করা হয়, তাহলে সেই রাজ্যের মানুষের কাছেও বিরোধীদের পক্ষ থেকে বার্তা যাবে।তাঁর দায়িত্ব থাকবে এগারো জন সদস্যের মধ্যে সমন্বয় রাখা, বৈঠক ডাকা। বিরোধী দলগুলির কোন নেতা আহ্বায়ক হবেন, তা ঠিক হবে মুম্বইয়ের বৈঠকে। পাশাপাশি চেষ্টা চলছে ইন্ডিয়া-র লোগো প্রকাশের। তবে মুম্বইয়ের বৈঠকের সময়েই তা প্রকাশ করা হবে কিনা, তা চূড়ান্ত নয়। কারণ, লোগোর কাজ এখনও চলছে। ইন্ডিয়া-র লোগোর সম্ভাব্য থিম, দেশপ্রম।

রাজনৈতিক সূত্রের বক্তব্য, সংযুক্ত মোর্চায় যেমন ছিলেন চন্দ্রবাবু নায়ডু কিংবা এনডিএতে জর্জ ফার্নান্ডেজ্জ ইন্ডিয়া জোট তেমন কোনও আহ্বায়ক রাখতে চাইছে না সঙ্গত কারণে। কারণটি হল, সেক্ষেত্রে আহবায়ককে সরাসরি এনডিএ-র সর্বাধিনায়ক নরেন্দ্র মোদীর প্রতিপক্ষ মুখ হিসেবে দাঁড় করাবে রাজনৈতিক মহল। বিজেপিও এ ব্যাপারে ছায়াযুদ্ধ শুরু করে দেবে। স্বাভাবিক ভাবে মাঠে নামার আগেই বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবেন মোদী। তাছাড়া, এর ফলে জোটের নেতৃত্বের প্রশ্নে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।

সূত্রের খবর, ইন্ডিয়া জোটের আহ্বায়ক হতে সবচেয়ে আগ্রহী জেডিইউ নেতা তথা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। তিনি আগে থেকেই উদ্যোগী হয়ে সমন্বয়ের কাজ করে চলেছেন বিরোধীদের মধ্যে। পটনা বৈঠকের আগে বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছেন নীতীশ। বিরোধী জোটের প্রথম বৈঠকটিও করা হয় পটনায়। তবে বেঙ্গালুরু বৈঠকে জোটের নামকরণের প্রশ্নে কংগ্রেস বা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে মতপার্থক্য হয় তাঁর। সূত্রের খবর, এতে কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছেন নীতীশ। তবে তার পরেও বিজেপি-বিরোধী রাজনীতিতে সমন্বয়কারী হিসেবে সক্রিয় হয়ে রয়েছেন তিনি। ইন্ডিয়া জোটে যোগ দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে এনডিএ-র সবচেয়ে পুরনো শরিক শিরোমণি অকালি দলের সঙ্গেও নীতীশ যোগাযোগ করছেন। ওমপ্রকাশ চৌটালার দলকেও (আইএনএলডি) একই অনুরোধ করেছেন তিনি। আপাতত আইএনএলডি হরিয়ানায় বিজেপির সঙ্গে জোটে রয়েছে।

শিশির-দিলীপ হাত মেলালেন!

সঙ্গে সঙ্গেই উঠল চোর-চোর স্লোগান, পাল্টা জয় শ্রীরাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংসদ শিশির অধিকারী আসলে কোন দলে, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বিজেপির সঙ্গে সহাবস্থান করছেন আবার তিনি তৃণমূলের সাংসদ পদেই রয়েছেন। মঙ্গলবার তিনি এসেছিলেন এগরার স্থায়ী সমিতি নির্বাচনে অংশ নিতে, এসছিলেন বিজেপি সাসংদ দিলীপ ঘোষও। উভয়ে হাত মেলাতেই হুলুস্থুল-কাণ্ড এগরায়।একইসময়ে দিলীপ ঘোষও আসেন এগরায় দু-নম্বর পঞ্চায়েত সমিতিতে ভোটাভুটিতে অংশ নিতে। শিশির অধিকারীর সঙ্গে হাত মেলান। তৃণমূল কর্মীরা শিশির অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে যখন চোর চোর স্লোগান তুলছেন, তা চাপা দেওয়ার জন্য পাল্টা বিজেপির পক্ষ থেকেও জয় শ্রীরাম স্লোগান ধ্বনি দেওয়া হয়।

তৃণমূল বিজেপি নেতা ও কর্মী-সমর্থকদের দুই বাগযুদ্ধে ক্রমেই উত্তপ্ত হতে থাকে এগরা দু'নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি চত্বর। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যাপক বেগ পেতে হয় পুলিশকর্মীদের। পরক্ষণে ভোট দিয়েই ব্লক চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যান কাঁথির তৃণমূল সাংসদ তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারী।দিলীপ ঘোষ ও শিশির অধিকারী প্রায় একই সময়ে এসে নামেন এগরা পঞ্চায়েত সমিতি ভোটের সামনে।তাঁর হাত মিলিয়ে কোলাকুলি করেন। তারপরই শিশির অধিকারীর উদ্দেশ্য করে উঠল চোর-চোর স্লোগান। দিলীপ ঘোষের সঙ্গে আসা অনুগামীরা পাল্টা জয় শ্রীরাম স্লোগান তোলেন। তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী কোনদিকে ভোট দেন, তা নিয়ে সকাল থেকেই উত্তেজনা ছিল। সেই উত্তেজনার পারদ আরও চড়ে যায় দিলীপ ঘোষের সঙ্গে একই সঙ্গে এসে হাত মিলিয়ে ভোট দিতে যাওয়ার সময়। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা শিশির অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন।

এগরা দু'নম্বর ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির ভোটাভুটি ছিল আজ। সেখানে সাংসদ হিসেবে ভোট দিতে যান শিশির অধিকারী। ভোট দিতে দু'নম্বর ব্লকে পৌঁছনোর পর তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা শিশির অধিকারীকে দেখে চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয় ব্লক চত্বরে।

পশুপতিনাথ শিব মন্দিরের

শ্রাবণ উৎসবের সমাপনী

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শ্রাবণ মহোৎসব মাটিয়াবুর্জের ১নং ওয়ার্ডের টিজি রোডে অবস্থিত পশুপতিনাথ শিব মন্দিরে শেষ হয়েছে। বেলপুকুর যুব সংঘের প্রধান ব্যবস্থাপক সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই উপরোক্ত তথ্য জানিয়েছেন। সুরদা বাহাদুর সোনার পাপুল দাই জানান, এই মন্দিরটি প্রাচীন এবং শ্রাবণ উৎসবে টানা ৮ সোমবার বাবার ভক্তদের ভোগ বিতরণ করা হয়। শ্রাবণ মহোৎসবের ধারাবাহিক কর্মসূচিতে মহাদেবের আরাধনা থেকে শুরু করে ভজন গঙ্গাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান করা হয় এবং ভোলানাথের ভক্তরা এখানে এসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংঘের সভাপতি ধনঞ্জয় সিং, ১নং ওয়ার্ডের পছন্দের তৃণমূল নেতা রাম নরেশ যাদব, চন্দ্র বাহাদুর সোনার বাবূ দাই, সঞ্জয় জয়সওয়াল, অজয় কুমার বিজয় প্রমুখ।

মোদির 'রোজগার মেলা'-এই কর্মসূচি

ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই নয়, বিরোধিতায় সরব বিরোধীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রোজগার মেলার সমালোচনায় সরব হল কংগ্রেস।। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে একটি বিবৃতি জারি করে রোজগার মেলাকে প্রচার কৌশল বলে কটাক্ষ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এই কর্মসূচি ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই নয়।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রোজগার মেলায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নবনিযুক্ত ৫১,০০ কর্মীদের বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। এ উপলক্ষ্যে নব নিযুক্ত কর্মীদের উদ্দেশে ভাষণও দেন প্রধানমন্ত্রী। সারা দেশে ৪৫টি স্থানে এই চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়। কর্মসংস্থান মেলা কর্মসূচির মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ), বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ), সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি), অসম রাইফেলস, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স (সিআইএসএফ), ইন্দো-তিব্বত-বর্ডার পুলিশ (সিআইএসএফ) নিয়োগ করেছে। আই টি বি পি এবং নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো এর পাশাপাশি দিল্লি পুলিশের কর্মী নিয়োগ করেছে। খাদ্য থেকে ফার্মা, মহাকাশ থেকে স্টার্টআপ, যখন প্রতিটি সেক্টর এগিয়ে যাবে, অর্থনীতিও এগিয়ে যাবে।রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র বিলি প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি তাঁর এক্স অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, "ইএম আই শব্দের অর্থ এম্পটি ম্যানিপুলেটিভ ইনস্টলমেন্ট অর্থাত ফাঁকা মনগড়া কিস্তি।প্রতি বছর ২ কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি এভাবে কিস্তিতে কয়েক হাজার নিয়োগপত্র বিলি করছেন। "কংগ্রেস সভাপতির মতে, "এই সরকারি চাকরির নিয়োগে তাঁদের নাম উল্লেখ রয়েছে, যাঁদের পদোন্নতি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সাইন্স এডুকেশন এন্ড রিসার্চ এর তথ্য অনুযায়ী, ১৫ জনের নতুন নিয়োগ এবং ২১ জনের পদোন্নতি হয়েছে। তাঁদের হাতেও রোজগার মেলায় নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। মৌলানা আজাদ জাতীয় ঊর্দু বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৩ -র এপ্রিলে জানিয়েছে, সেখানকার ৩৮ জনের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে ১৮ জনের পদোন্নতি।" এরপরেই খাড়্গে বলেন, " মোদি বাবু যদি দেশের যুবকদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আপনার বিন্দুমাত্র উদ্বেগ থাকত তাহলে আপনি এই প্রচার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরতেন।"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে ।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

জম্মু-কাশ্মীরে ভোট কবে, জানতে চাইল শীর্ষ কোর্ট, কী জানালেন কেন্দ্রের আইনজীবী

আগে রাজ্য বিধানসভা ভেঙে দেয় কেন্দ্র। ২০১৯ থেকে লাদাখ ও জম্মু কাশ্মীর রাষ্ট্রপতি শাসনাধীন।

মঙ্গলবার একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার কাছে জানতে চান, জম্মু কাশ্মীরে বিধানসভার ভোট কবে হবে হবে? এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কী? শীর্ষ আদালতের আরও প্রশ্ন, কেন্দ্রশাসিত জম্মু কাশ্মীরকে কবে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ এর ৫ অগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় ঘোষণা করেন জম্মু-কাশ্মীরকে আপাতত কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রশাসিত রাজ্য গণ্য করা হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তখন ফের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। শীর্ষ আদালতের আরও প্রশ্ন, কেন্দ্রশাসিত জম্মু কাশ্মীরকে কবে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ এর ৫ অগস্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লোকসভায় ঘোষণা করেন জম্মু-কাশ্মীরকে আপাতত কিছুদিনের জন্য কেন্দ্রশাসিত রাজ্য গণ্য করা হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তখন ফের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত সংসদে সরকারের সেই ঘোষণার প্রসঙ্গ তোলে। ওই রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের বিরোধিতা করে একগুচ্ছ মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। গত তিন সপ্তাহ ধরে সেই মামলার শুনানি চলছে শীর্ষ আদালতে।

শীর্ষ আদালতের প্রশ্নের জবাবে সলিসিটর জেনারেল জানান, কেন্দ্রীয় সরকার কিছু দিনে মধ্যেই এই ব্যাপারে অবস্থান জানাবে। তবে নির্দিষ্ট করে কোনও তারিখ জানাননি সলিসিটর জেনারেল।প্রসঙ্গত, পিডিপি, ন্যাশনাল কনফারেন্স সহ জম্মু কাশ্মীরের স্থানীয় দলগুলি লাগাতার দাবি জানিয়ে আসছে ওই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে।

১-ম পাতার পর

দত্তপুকুর বিস্ফোরণের ঘটনায় শুভেন্দুর মামলা খারিজ হাইকোর্টে

সেখানে।জানা গিয়েছে, দত্তপুকুরে বিস্ফোরণের ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন শুভেন্দুর পাশাপাশি বিজেপি নেতা রাজর্ষি লাহিড়িও। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে তা ওঠে শুনানির জন্য। দুইজনই তাঁদের মামলায় দত্তপুকুরের বিস্ফোরণের ঘটনায় সি বি আই ও এন আই এ তদন্তের আবেদন আর্জি জানিয়েছিলেন। কেননা ওই ঘটনায় ৯জনের মৃত্যু হলেও গ্রেফতার করা হয়েছে মাত্র ১ জনকে। ঘটনার সত্যতা ধামাচাপা দিতেই মাত্র ১জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে এদিন মামলাকারীদের তরফে তাঁদের আইনজীবীরা দাবি করেন। কিন্তু সেই দাবির সঙ্গে সহমত হননি **হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।**

কংগ্রেস ও সিপিএমের বৈঠকে যোগ না দেওয়াটা দুঃখজনক'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে সর্বদল বৈঠকে নেই কংগ্রেস ও বামেরা। আমি ইন্ডিয়া জোটে আছি এবং সব ব্যাপারে যাই। আমি কিন্তু কারও বিরুদ্ধে একটা কথাও বলি না', বললেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর মতে, 'কংগ্রেস ও সিপিএমের বৈঠকে যোগ না দেওয়াটা দুঃখজনক'। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, 'বাংলা প্রতিষ্ঠা দিবস যদি আমরা না করি একটা। তাহলে ওরা কিন্তু এই ২০ জুনটাকেই করে নেবে। কিন্তু এটা করলে, আমরা তো সেদিন দুঃখের দিন। বাংলা জানতেই পারল না, কখন বাংলা হল'। তিনি বলেন, 'আলোচনা হয়েছিল বিধানসভায়। কিন্তু বাংলা প্রতিষ্ঠাদিবস হিসেবে কোনও রেকর্ড বিধানসভায় নেই। বাংলা দিবস নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। আলোচনার রাস্তা খোলা'।ঘটনাটি ঠিক কী? কোন দিন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা যায়, তা ঠিক করতে আজ, মঙ্গলবার নবান্নে সর্বদল বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সেই বৈঠকে দিল না সিপিএম, সিপিআই, কংগ্রেস ও বিজেপি। শুধু তাই নয়, 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস নিয়ে কেন তৎপরতা? তা জানতে চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে বামেরা।

এদিন সর্বদল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অতি উতসাহ কেন? অতি উতসাহটা এই কারণে, সময়ে যদি আপনি প্রতিবাদটা না করেন, তাহলে কিন্তু এই বেআইনি জিনিসটাই আইনত হয়ে যাবে। এটাই স্থায়ী হয়ে যাবে। ২০ জুন নাকি বাংলার প্রতিষ্ঠাদিবস! আমি তো জীবনে শুনিনি। আপনারা কেউ শুনে থাকলে বলবেন। আমরা চাইছি, এই দিনটা হবে না। আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে প্রতিবাদপত্র লিখেছি'।

২ পাতার পর

সরকার ৭৫ লক্ষ অতিরিক্ত উজ্জ্বলা সংযোগ মঞ্জুর করেছে, এর ফলে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার সুবিধাভোগীর সংখ্যা বেড়ে হবে ১০ কোটি ৩৫ লক্ষ

বকেয়া আবেদনপত্রগুলির জন্য আরও ৭৫ লক্ষ অতিরিক্ত সংযোগ দেওয়ার বিষয়টি মঞ্জুর করেছে সরকার। সরকারের তরফে শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় দেশের দরিদ্র শ্রেণীর ৭৫ লক্ষ মহিলাকে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হবে। এর ফলে, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৯ কোটি ৬ লক্ষ থেকে বেড়ে হবে ১০ কোটি ৩৫ লক্ষ। দেশের জনগণের উপর থেকে আর্থিক বোঝা কম করতে সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তারই ফলস্বরূপ এই সুবিধা। রান্নার গ্যাসের দাম কমানোর এই সিদ্ধান্তটি ন্যায্য মূল্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে সরকারের দায়বদ্ধতার পরিচায়ক। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরী এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, "সংসার চালাতে পরিবারগুলিকে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা আমরা বুঝতে পারছি। রান্নার গ্যাসের দাম কমার ফলে সরাসরি স্বস্তি পাবেন সাধারণ মানুষ। ন্যায্য মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সরকার যে লক্ষ্য স্থির করেছে, এই সিদ্ধান্ত সেই বিষয়কে আরও মজবুত করবে"। রান্নার গ্যাসের দাম কমায় সমাজে সদর্থক প্রভাব পড়বে। সরকার জনগণের উপর বোঝা কমানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত', (১০৪ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

(শেষ পর্ব)

আগস্ট পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কোটি দেশবাসী তেরঙা পতাকার সঙ্গে সেলফি পোস্ট করেছিলেন। এই বছর এই সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি অতিক্রম করেছে। বন্ধুরা, এই সময় "আমার মাটি, আমার দেশ", দেশাত্মবোধ প্রকাশ করার এই অভিযান জোর কদমে চলছে। সেপ্টেম্বর মাসে দেশের গ্রামে-গ্রামে গিয়ে প্রতিটি বাড়ি থেকে মাটি সংগ্রহ করার অভিযান চলবে। দেশের পবিত্র মৃত্তিকা হাজার-হাজার অমৃত কলসে জমা করা হবে। অক্টোবরের শেষে এই হাজার-হাজার অমৃত কলস যাত্রা করে দেশের রাজধানী দিল্লি পৌঁছবে। এই মৃত্তিকা দিয়েই দিল্লিতে অমৃতবাটিকা নির্মাণ করা হবে। আমার বিশ্বাস, প্রতিটি দেশবাসীর উদ্যোগ এই অভিযানটিকেও সাফল্যমণ্ডিত করবে। আমার পরিবারবর্গ, এবার আমি অনেক চিঠি সংস্কৃত ভাষায় পেয়েছি। এর কারণ শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা, এই তিথিতে বিশ্ব সংস্কৃত দিবস উদযাপিত হয়।

"সর্বেভ্যঃ বিশ্ব-সংস্কৃত-দিবসস্য হার্দয়ঃ শুভকামনাঃ" আপনাদের সকলকে বিশ্ব সংস্কৃত দিবস উপলক্ষ্যে অনেক-অনেক অভিনন্দন জানাই। আমরা সবাই জানি সংস্কৃত পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির অন্যতম। একে বহু আধুনিক ভাষার জননীও বলা হয়। সংস্কৃত নিজের প্রাচীনতা ছাড়াও তার বৈজ্ঞানিক কাঠামো ও ব্যাকরণের জন্যও প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের কত প্রাচীন জ্ঞান হাজার হাজার বছর ধরে কেবল সংস্কৃত ভাষাতেই সংরক্ষিত ছিল। যোগ, আয়ুর্বেদ, তথা দর্শনের মত বিষয়ে গবেষণা যাঁরা করেন তাঁরা অনেকেই সংস্কৃতের অধ্যয়ন করছেন এখন। বহু প্রতিষ্ঠানেও এই ক্ষেত্রে অনেক ভাল-ভাল কাজ হচ্ছে। যেমন সংস্কৃত প্রমোশন ফাউন্ডেশন, সংস্কৃত ফর যোগ, সংস্কৃত ফর আয়ুর্বেদ ও সংস্কৃত ফর বুদ্ধইজমের প্রতিষ্ঠানে বহু পাঠক্রম শুরু হয়েছে। সংস্কৃত ভারতী মানুষকে সংস্কৃত শেখানোর অভিযান চালায়। এখানে আপনি ১০ দিনের 'সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরে' অংশগ্রহণ করতে পারেন। আজ মানুষের মধ্যে সংস্কৃত নিয়ে সচেতনতা ও গর্বের ভাব বেড়েছে দেখে আমার আনন্দ হয়। এর পিছনে গত কয়েক বছরে দেশের নানা পদক্ষেপের প্রভাব রয়েছে। যেমন তিনটি সংস্কৃত ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়কে ২০২০ সালে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। বিভিন্ন শহরে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নানা কলেজ ও সংস্থাও চলছে। আইআইটি ও আইআইএমের মত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও সংস্কৃত কেন্দ্রগুলি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বন্ধুরা, আপনারা অনেক সময়েই নিশ্চয় অনুভব করেছেন যে আমাদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য, আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের ঐতিহ্যের খুব বড় শক্তিশালী মাধ্যম হল আমাদের মাতৃভাষা। যখন আমরা আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে যুক্ত হই তখন খুব সহজেই আমরা নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। আমরা তখন নিজেদের আচার-আচরণ, নিজেদের পরম্পরার সঙ্গে জুড়ে যেতে পারি, তখন আমরা আমাদের চির পুরাতন প্রাচীন, অপরূপ বৈভবের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। ভারতের এরকম আরেকটি মাতৃভাষা, গৌরবময় তেলুগু ভাষা। ২৯শে অগাস্ট তেলুগু দিবস পালিত হবে।

"অন্দরিকী তেলুগু ভাষা দিনোত্সব শুভকাংক্ষলু"। আপনাদের সকলকে তেলুগু দিবসের অনেক-অনেক অভিনন্দন জানাই। তেলুগু ভাষার সাহিত্য ও ঐতিহ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বহু অমূল্য রত্ন লুকিয়ে আছে। তেলুগুর এই ঐতিহ্যের সুফল সারা দেশ পেয়েছে। এর জন্য অনেক উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। আমার পরিবারবর্গ, 'মন কি বাত' এর বহু পর্বে আমরা পর্যটন নিয়ে কথা বলেছি। কোন স্থান বা বস্তুকে নিজের চোখে দেখা, বোঝা এবং কিছু সময় তার সঙ্গে কাটানো এক আলাদা অনুভূতি এনে দেয়। কেউ সমুদ্রের যত বিশদ বর্ণনাই করুক না কেন, আমরা সমুদ্রকে স্বচক্ষে না দেখলে তার বিশালতাকে উপলব্ধি করতে পারিনা। কেউ হিমালয় সম্বন্ধে যতই ব্যাখ্যা করুক না কেন, হিমালয়কে না দেখলে তার সৌন্দর্য অনুভব করা যায় না। এর জন্যই আমি সব সময় আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাই, যখনই সুযোগ পাবেন তখনই আমাদের দেশের সৌন্দর্য, দেশের বৈচিত্রকে দেখতে বেরিয়ে পড়া উচিত। প্রায়শই আমরা আরো একটা জিনিস লক্ষ করি। আমরা হয়তো পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াই কিন্তু নিজেদের শহর বা রাজ্যেরই বহু অপরূপ স্থান বা বস্তু আমাদের অগোচরেই থেকে যায়। অনেক সময় এমন হয় যে মানুষ নিজেদের শহরের ঐতিহাসিক স্থানগুলি সম্বন্ধেও তেমনভাবে জানেন না। এমনই একটি ঘটনা ধনপাল জি'র সঙ্গে ঘটেছে। ধনপাল জি বেঙ্গালুরুর ট্রান্সপোর্ট অফিসে ড্রাইভারের কাজ করতেন। প্রায় ১৭ বছর আগে তিনি সাইটসিইং উইং এর ভারপ্রাপ্ত হন। সেই বিভাগটিকে এখন মানুষ বেঙ্গালুরু দর্শিনী নামে জানেন। ধনপাল জি পর্যটকদের শহরের আলাদা আলাদা বিভিন্ন পর্যটন স্থলে নিয়ে যেতেন। এমনই কোন এক ট্রিপে এক পর্যটক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন বেঙ্গালুরুতে ট্যাংককে সেঁকি ট্যাংক কেন বলা হয়। তার খুবই খারাপ লাগে কারণ এর উত্তর তিনি জানতেন না। এরপর তিনি নিজের জ্ঞান বাড়ানোর দিকে নজর দেন। নিজেদের ঐতিহ্যকে জানার এই সুতীব্র আগ্রহে তিনি অনেক পাথর এবং শিলালিপির সঙ্গে পরিচিত হন। এই কাজ ধনপাল জি'র কাছে এতটাই ভালোবাসার হয়ে ওঠে যে তিনি এপিগ্রাফি অর্থাৎ শিলালিপি সম্পর্কিত বিষয়ে ডিপ্লোমা করেন। এখন উনি অবসর নিয়েছেন, কিন্তু বেঙ্গালুরুর ইতিহাস সন্ধানে তার আগ্রহ এখনও অটুট। বন্ধুরা, আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে ব্রায়ান.ডি.খারপ্রণের বিষয়ে বলতে। ইনি মেঘালয়ের অধিবাসী এবং স্পেলিওলজিতে ওঁর প্রবল আগ্রহ। সহজ ভাষায় বলতে গেলে স্পেলিওলজির অর্থ গুহা বিষয়ে অধ্যয়ন। অনেক বছর আগে বেশ কিছু গল্পের বই পড়ে উনি এই বিষয়ে আগ্রহী হন। ১৯৬৪ তে তিনি একজন স্কুল ছাত্র হিসেবে নিজের প্রথম অভিযান চালিয়েছিলেন। ১৯৯০ এ ব্রায়ান জি নিজের বন্ধুর সঙ্গে একটি সংগঠন তৈরি করেন এবং তার মাধ্যমে মেঘালয়ের অজানা গুহাগুলির বিষয়ে সন্ধান শুরু করেন। দেখতে দেখতে তিনি নিজের দলের সঙ্গে মেঘালয়ের ১৭০০রও বেশি গুহায় সন্ধান চালিয়েছেন এবং নিজের রাজ্যকে ওয়ার্ল্ড কেভ ম্যাপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ভারতের দীর্ঘতম এবং গভীরতম গুহাগুলির কয়েকটি মেঘালয় রয়েছে। ব্রায়ান জি এবং ওঁর দলের সদস্যরা, কেভ ফনা(fauna) অর্থাৎ গুহার সেই জীবজন্তুদেরও তথ্যও নথিভুক্ত করেছেন যেগুলি পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। আমি তাঁর দলের সকল সদস্যদের প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যে মেঘালয়ের গুহাগুলিতে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা অবশ্যই করবেন। আমার পরিবারবর্গ, আপনারা সবাই জানেন যে দোহ অর্থাৎ ডেয়ারি সেক্টর আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির অন্যতম। আমাদের মা ও বোনেদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিছুদিন আগেই আমি গুজরাটের 'বনাস ডেয়ারী'র একটি আকর্ষণীয় উদ্যোগের সম্পর্কে জানতে পারলাম। 'বনাস ডেয়ারী'কে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ডেয়ারী হিসেবে গণ্য করা হয়। এখানে প্রতিদিন গড়ে ৭৫ লাখ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণের কাজ করা হয়। এর পরে এই দুধ অন্য রাজ্যেও পাঠানো হয়। এখান থেকে অন্য রাজ্যে সময়মতো দুধ সরবরাহ করার জন্য, এখনও পর্যন্ত ট্যাঙ্কার বা মিল্ক ট্রেন অর্থাৎ ট্রেনকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু এর মধ্যেও প্রতিকূলতা কম ছিল না। প্রথমত, ট্রেনে দুধ তুলতে এবং নামাতে অনেক সময় লেগে যেত এবং কখনও কখনও দুধও নষ্ট হয়ে যেত। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে ভারতীয় রেল নতুন এক পরীক্ষা করল। রেলওয়ে পালনপুর থেকে নিউ রেবাড়ী পর্যন্ত ট্রাক অন ট্যাংক সুবিধা শুরু করেছে। এতে সরাসরি ট্রেনে দুধের ট্রাকগুলিকে তুলে দেওয়া হয়। অর্থাৎ পণ্য পরিবহণের বিশাল সমস্যার সমাধান হয়েছে। ট্রাক অন ট্যাঁক সুবিধার ফলাফল খুবই সন্তোষজনক হয়েছে। আগে যে দুধ পৌঁছাতে ৩০ ঘন্টা লাগতো, তা এখন অর্ধেকেরও কম সময়ে পৌঁছে যাচ্ছে। এতে যেমন জ্বালানির কারণে হওয়া দূষণ কমেছে, আবার সেখানে জ্বালানির খরচও সাশ্রয় হচ্ছে। ট্রাকের ড্রাইভারদেরও অনেক উপকার হয়েছে, তাঁদের জীবন সহজ হয়েছে। বন্ধুরা, যৌথ উদ্যোগের জন্য আজ আমাদের দুগ্ধশিল্প আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। বনাস ডেয়ারী পরিবেশ রক্ষার দিকে কিভাবে এগিয়েছে, এর নিদর্শন সীডবল বৃক্ষরোপণ অভিযানের মাধ্যমে বোঝা যায়। বারাণসী মিল্ক ইউনিয়ন আমাদের দুধওয়ালাদের আয় বাড়ানোর জন্য সার ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে। কেরালার মালাবার মিল্ক ইউনিয়ন ডেইরির প্রচেষ্টাও খুব অনন্য। এঁরা পশু রোগের চিকিৎসার জন্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরিতে নিযুক্ত রয়েছে। বন্ধুরা, আজকে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা দোহ (ডেয়ারি)কে গ্রহণ করে নানা ধরণের বৈচিত্র্য আনছেন। অমনপ্রিত সিং রাজস্থানের কোটায় একটি ডেয়ারী ফার্ম চালাচ্ছেন, আপনাদের তাঁর সম্পর্কেও জানা উচিত। উনি ডেয়ারীর সঙ্গে সঙ্গে বায়োগ্যাসের ওপরেও গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং দুটি জৈবগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছেন। যার জন্য ওঁর বিদ্যুতের খরচ প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গেছে। ওঁর এই প্রচেষ্টা সারাদেশে দুগ্ধ শিল্পের সঙ্গে যুক্তদের অনুপ্রাণিত করবে। আজ অনেক বড় বড় ডেয়ারি, জৈবগ্যাস নিয়ে কাজ করছে। এই ধরনের সম্প্রদায়গত উদ্যোগের মাধ্যমে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আমি নিশ্চিত যে সারাদেশে এ ধরনের প্রবণতা বজায় থাকবে।

আমার পরিবারবর্গ, মন কি বাত'এ আজ এইটুকুই। এখন উৎসবের মরশুমও চলে এসেছে। রাখীবন্ধন উপলক্ষে আপনাদের সকলকে জানাই অগ্রিম শুভেচ্ছা। উৎসব উদযাপনের সময়, আমাদের ভোকাল ফর লোকালের মূলমন্ত্রটিও মনে রাখতে হবে। 'আত্মনির্ভর ভারত' এই অভিযান প্রতিটি দেশবাসীর নিজের অভিযান। আর যখন উৎসবের আবহ থাকে, তখন আমাদের আরাধনার জায়গা এবং আশপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখতে হবে, তবে সবসময়ের জন্য। পরের বার আপনাদের সঙ্গে আবার 'মন কি বাত' হবে, কিছু নতুন বিষয় নিয়ে আসবো। দেশবাসীর নতুন কিছু উদ্যোগ ও তাদের সাফল্য নিয়ে মন ভরে আলোচনা করব। ততক্ষণ পর্যন্ত বিদায় চাইছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ। নমস্কার।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৩৯ সংখ্যা ৩০ আগস্ট, ২০২৩ বুধবার ১২ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মোদী সরকারের সিদ্ধান্তে জোটের জোর দেখছেন তৃণমূলনেত্রী

বিরোধী জোটের চাপেই রান্নার গ্যাসের দাম কমিয়েছে মোদী সরকার। এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে এমনটাই লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখলেন, "বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হওয়ার পর মাত্র দু'টি বৈঠকে বসেছে। তার মধ্যেই রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ২০০ টাকা করে কমে গেল।"মঙ্গলবার নির্মলা এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন, রাখি এবং ওনাম উপলক্ষে রান্নার গ্যাসের দাম ২০০ টাকা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার। এই উতসবে মা-বোনেদের 'স্নেহ উপহার' দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। অন্য দিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, নতুন করে আরও ৭৩ লক্ষ মহিলাকে উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় আনা হবে। এই ঘোষণার পরেই সরব মমতা-সহ বিরোধীরা।মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এক্স হ্যান্ডলে জানান, রাখী এবং ওনাম উপলক্ষে রান্নার গ্যাসের দাম কমিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিরোধীরা তা মানতে নারাজ। তাদের দাবি, পাঁচ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদী সরকার। মমতা স্পষ্ট জানান, বিরোধী জোটের চাপে পড়ে এটা সম্ভব হয়েছে।

বিরোধী দলগুলো 'ইন্ডিয়া' নাম নিয়ে এক ছাতার তলায় আসার পর থেকেই মোদী সরকারকে আক্রমণ করে চলেছে। টোম্যাটো, পেঁয়াজের মতো নিত্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি নিয়েও কেন্দ্রকে একহাত নিয়েছে বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সফর সেরে ফেরার পর এই নিয়ে সরব হয়েছেন মমতাও। দেশে টোম্যাটোর দাম যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'আমেরিকাকে কত টাকা দিয়ে এলেন', সে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মুম্বইয়ে টোম্যাটোর দাম ১২০ টাকা কেজি, দিল্লিতে দাম ১০০ টাকা কেজি। টোম্যাটোর জন্য সহায়ক মূল্যও কেন্দ্র দেয় না।' এ বার কেন্দ্র রান্নার গ্যাসের দাম কমানোর পরেই ফের কটাক্ষ করলেন মমতা। জানালেন, বিরোধী জোটের চাপেই এই পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে মোদী সরকার। জোটের মাত্র দুটো বৈঠকেই চাপে পড়েছে সরকার, ঠারেঠোরে বলেছেন তা-ও।

নিয়োগ কাণ্ডে সিট গঠনের নির্দেশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন: ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নিয়োগ কাণ্ডে তদন্তের গতি কেমন তা ইডির আইনজীবীদের কাছে জানতে চাইলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। সেই সঙ্গে হাইকোর্টের আরও নিয়োগ কাণ্ড নিয়ে তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিম তথা সিট গঠনের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।বিচারপতি সিনহার মন্তব্য, 'কড়া পদক্ষেপ নয় মানে কি? তার মানে কি তদন্ত বন্ধ করে দেবেন? সুজয়কৃষ্ণ গ্রেফতার হলে কোম্পানির সিইও-র বিরুদ্ধে তদন্তের কী অগ্রগতি হয়েছে? কেন আপনারা আবার তলব করতে পারছেন না?' ইডির আইনজীবী জানান, তদন্তের প্রয়োজনে আবার অভিষেককে তলব করা হবে। বিচারপতি সিনহার মন্তব্য, 'এত দিন ধরে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তদন্তের প্রয়োজনে এর আগে কেন তলব করেননি? এখন বলছে করবেন? এটা তদন্ত চলছে?'এদিনের শুনানিতে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আইনজীবীরা বলেন, ঠাণ্ডা মাথায় উপর থেকে গোটা দুর্নীতি করা হয়েছে। যা শুনে বিচারপতি এই প্রশ্নও করেছেন যে, কেন নিচ থেকে উপর পর্যন্ত যাওয়া হচ্ছে, কেন উপর থেকে নিচে নামা হচ্ছে না?

এক বার সমন পাঠিয়ে কেন আবার অভিষেককে তলব করা হয়নি? প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি সিনহা। বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর ইডিকে রিপোর্ট দিয়ে অভিষেকের বিরুদ্ধে তদন্তের অগ্রগতি জানাতে হবে।হাই কোর্টের নির্দেশ, সিবিআই তদন্তে প্রাথমিকের অবৈধ শিক্ষকদের যে তালিকা উঠে এসেছে তা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে দিতে হবে। ওই তালিকা যাচাই করে অযোগ্যদের নিয়োগের বিষয়ে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে হবে। শিক্ষক এবং পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একই ধরনের অপরাধের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। তাই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আদালতের নির্দেশে যে সিট গঠিত হয়েছিল, ওই সিটই পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করবে। পুরো তদন্তের উপর নজরদারি করবে হাইকোর্ট।

এদিন মামলার শুনানিতে বিচারপতি জানতে চান, তদন্ত কোন পর্যায়ে রয়েছে? কোন কোন আধিকারিক তদন্ত করছেন? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়, শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় যোগ রয়েছে। তবে পৃথক দুটি টিম আলাদা ভাবে তদন্ত করছে। এরপরই তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি।২৩ অগস্ট ইডির প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী লিপস এন্ড বাউন্ডস কোম্পানির ডিরেক্টর সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই কোম্পানির সিইও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ওই কোম্পানি মারফত কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। বিচারপতি সিনহার নির্দেশ, কোম্পানির ডিরেক্টর গ্রেফতার হয়েছেন। কিন্তু কোম্পানির সিইও-র বিরুদ্ধে তদন্তের কী অগ্রগতি হয়েছে তা জানাতে হবে ইডিকে।

নিয়োগ দুর্নীতির আইনজীবী ফিরদৌস শামিম হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'লিপস এন্ড বাউন্ডস কোম্পানির ডিরেক্টর সুজয়কৃষ্ণকে গ্রেফতার করেছে ইডি। কিন্তু ২৩ অগস্ট ইডির প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী অভিষেক এখন কোম্পানির সিইও। আর তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে এক বার তলব করেছিল ইডি।' ইডির আইনজীবী জানান, 'অভিষেক এই মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে মামলা করেছেন। ওই মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। রায় ঘোষণা বাকি। তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না।'

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

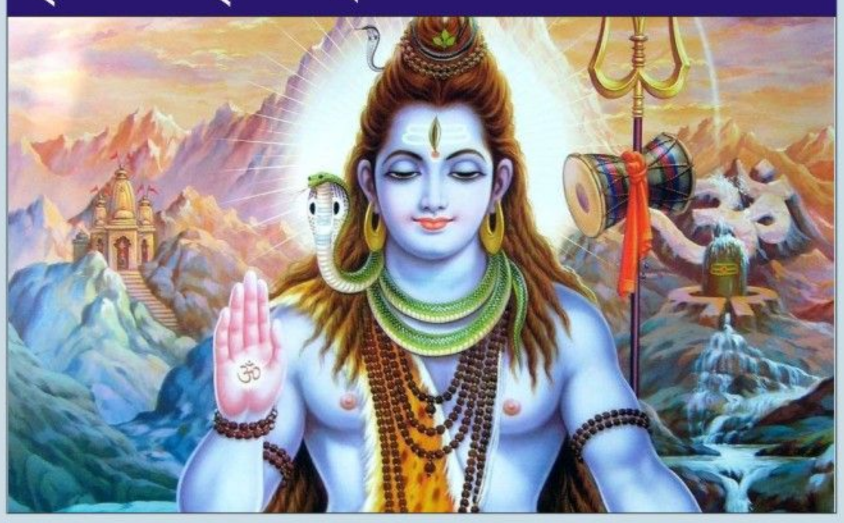

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সে সময়ই ভগবান শিব মানবজাতির হাতে তুলেছি এক ব্রহ্মাস্ত্র, যে অস্ত্রের বলে ভয়ের উপর জিত সম্ভব ছিল। সেই ব্রহ্মাস্ত্র কি ছিল জানেন? মাহা মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র। মৃত্যুকে জয় করেছেন যিনি তিনি মৃত্যুঞ্জয়,তাই এই মন্তের নাম হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র।ওম।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঈশ্বর কি ! জানার একমাত্র উপায়!

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

কেউ দরিদ্র, কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ জ্ঞানী, কেউ মূর্খ- মানুষের মধ্যে এই বিভেদে একটা কারণ আছে। মানুষের কর্মফলই এই বিভেদের জন্য দায়ী। সুকর্ম করলে সুফল এবং কুকর্ম করলে কুফল পাওয়া যায়। মানুষের এই শুভাশুভ ফল যাতে সঞ্চিত থাকে তাকে অদৃষ্ট বলে। জীব নিজে তার অদৃষ্টকে জানে, তাই জীবের পক্ষে অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোন চৈতন্যময় সত্ত্বাই এই অদৃষ্টকে নিয়ন্ত্রন করেন এবং সে চৈতন্যময় সত্ত্বাই ঈশ্বর।

এখন প্রশ্ন হল ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? পাত্রভেদে ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার। ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে আছে, 'অরাপবদেব হি, তৎপ্রধানত্বাৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম নিশ্চিতভাবেই নিরাকার, কারণ তিনি বেদ ও বেদান্তের প্রধান প্রতিপাদ্য (বর্ণনীয়) বিষয়। পরে বলা হয়েছে- 'তদব্যক্তমু আহ হি' অর্থাৎ শাস্ত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত বা ইন্দ্রিয়াতীতও বলে উপদেশ দিয়েছেন। 'কেন' উপনিষদে আছে, 'সেই ব্রহ্মে চক্ষু গমন করে না তর্থাৎ চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না, বাক্য দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যায় না এবং মন দ্বারাও তাকে মনন বা চিন্তা করা যায় না'। সোজা কথায় ব্রহ্ম চক্ষু, কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর অর্থাৎ ব্রহ্ম নিরাকার। ঈশ উপনিষদে আছে- 'যিনি ব্রহ্ম হতে তৃণ পর্যন্ত সমস্ত ভূত বা বস্তুকে আত্মাতেই দর্শন করেন এবং সমস্ত ভূত বা বস্তুর মধ্যে নিজের আত্মাকেই দর্শন করেন, তিনি এ রকম দর্শনের পর কাউকে ঘৃণা করেন না'। অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্বভূতে বিরাজমান। একমাত্র নিরাকার বস্তুই সর্বভূতে বিরাজিত থাকতে পারে।

বেদান্ত মতে ঈশ্বর স্বরূপত নির্গুণ, নিরাকার এবং অব্যক্ত হলে ঈশ্বরের সাকার রূপের কল্পনা কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে, 'বৃদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ' অর্থাৎ উৎপাসনার সুবিধার্থে ব্রহ্মের পাদ আদি রূপ কল্পনা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছেওব্রহ্ম চার পাদ ও ষোড়শ-কলা বিশিষ্ট। প্রকাশবান, অনন্তবান, জ্যোতিষ্মান ও আয়তনবান এই হল ব্রহ্মের চার পাদ। প্রতি পাদে চার কলা রয়েছে। প্রকাশবানে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক নামক কলা, অনন্তবানে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক ও সমুদ্র নামক কলা, জ্যোতিষ্মানে অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ নামক কলা এবং আয়তনবানে প্রাণ চক্ষু, কর্ণ ও মন নামক কলা রয়েছে। ব্রহ্মের এই সাকার রূপ কাল্পনিক ও রূপক কারণ কোন বস্তুর রূপ ঐ রকম থাকতে পারে না। মূলত ব্রহ্মকে সহজ উপায়ে চিন্তা করার জন্য তাঁর রূপের কল্পনা করা হয়েছে।ব্রহ্মসূত্রে আছে- 'স্থানবিশেষাৎ, প্রকাশাদিবৎ' অর্থাৎ স্থান বিশেষের জন্য ব্রহ্মের সাকার রূপ কল্পনা করা হয়ে থাকে; যেমন- আকাশ, আলোক প্রভৃতির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একটি ঘটের মধ্যস্থ আকাশ আর বাইরের আকাশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, শুধু নাম বা উপাধির পার্থক্য থাকে। তদ্রূপ ঘরের ভেতরের আলো ও বাইরের আলো একই, শুধু পৃথক নাম ও উপাধি দেয়া হয় মাত্র। যখন ঘটের বিনাশ হয় তখন ঘটের ভিতরের ও বাইরের আকাশ এক হয়ে যায়, তেমনি ঘরের বিনাশ হলে ঘরের ভেতরের ও বাইরের আলো এক হয়ে যায়। শুধু নাম বা উপাধির জন্যই নিরাকার ব্রহ্মকে সাকার বলে মনে হয়।

জ্ঞানযোগীর নিকট ব্রহ্ম নিরাকারও হলে ভক্তের নিকট ব্রহ্ম সাকার ও সচ্চিদানন্দময়। ভক্তগণ সগুণ ব্রহ্ম বা ভগবানের সাথে প্রভু, বন্ধু, মাতা, পিতা প্রভৃতি সম্বন্ধ পাতিয়ে তাঁর মূর্তিতে পূজা-অর্চনা করে আনন্দ পান। তারা অনমন্ত্র ও অসীম ঈশ্বরকে ভক্তিডোরে বেঁধে সীমার মাঝে আনতে চান। কিন্তু ভক্ত যখন সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে পরাভক্তি অর্জন করেন, তখন ঈশ্বরকে কোন বিশেষ মূর্তির মধ্যে না দেখে সর্বভূতেই দর্শন করেন। প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বাইরে নয়, অন্তরেই অবস্থান করেন। সাধক মূলত অন্তরের ঈশ্বরের প্রতিবিম্বই বাইরে দর্শন করেন।

ঈশ্বর যদি নিরাকারই হয়ে থাকেন তবে তিনি সাকার হন কিভাবে? অনেক সাধক সাধনাবলে ঈশ্বরের সাকার রূপ দর্শন করতে পারেন; কিন্তু কিভাবে? ঈশ্বরের সাকার রূপ আসলে কি? মূলত পাত্রভেদে ঈশ্বর সাকার বা নিরাকার। মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন আকার-আকৃতি চিন্তা করে। যে ভক্ত বুদ্ধি বা জ্ঞান-বিচার করে উপলব্ধি করেন যে, ঈশ্বর সাকার এবং সাধনাবলে তাঁকে দর্শন করা সম্ভব, সে ভক্তের মনে ঈশ্বরের একটি কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়। ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি মন এবং মনের অধিপতি বুদ্ধি বা জ্ঞান। ভক্তের জ্ঞান-বুদ্ধি বলে ঈশ্বর সাকার। যেহেতু বুদ্ধি মনের অধিপতি সেহেতু বুদ্ধির নির্দেশে ভক্তের মনে ঈশ্বরের একটি চিত্র অঙ্কিত হয়। ঈশ্বরের সে চিত্রকে প্রত্যক্ষ করার জন্য তাঁর মন পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়কে (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ও ত্বক) নির্দেশ দেন। তখন ভক্ত সাধনাবলে যে মায়াকে বশীভূত করতে পেরেছেন, সে মায়া তাঁর পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে। পরিশেষে ভক্ত মনের কল্পিত ঈশ্বররের মায়াময় রূপ চক্ষুর সম্মুখে দর্শন করেন। মায়া দ্বারা বশীভূত ঐ চক্ষুই দিব্য-চক্ষু নামে খ্যাত। সুতরাং ঈশ্বর স্বরূপত নিরাকার এবং তাঁর সাকার রূপ মূলত মায়াময়। মায়া যেহেতু অস্থায়ী, সেহেতু ঈশ্বরের সাকার রূপও অস্থায়ী।

ঈশ্বরের সাকার রূপ একেক জনের নিকট একক রকম। দর্পণের সম্মুখে কোন বস্তু রাখলে দর্পণে বস্তুটির যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তা দেখে মনে হয় যে, ঐ দর্পণের মধ্যে বস্তুটির অস্তিত্ব আছে। তদ্রূপ অন্তকরণে থাকা ঈশ্বরের কাল্পনিক রূপের প্রতিবিম্ব দেখে মনে হয় সাকার ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যিনি জ্ঞানযোগী তিনি জ্ঞান-বিচার করে উপলব্ধি করেন- ঈশ্বর নিরাকার। ফলে তাঁর মনে ঈশ্বরের কোন কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয় না। তিনি মায়াকে বশীভূত করেছেন বলে তাঁর সম্মুখে ঈশ্বরের কোন মায়াময় সাকার রূপও উৎপন্ন হয় না। জ্ঞানযোগীরা ঈশ্বরকে বড় জোর কোন জ্যোতি বা আলোকরশ্মি রূপে কল্পনা করেন কিন্তু কখনই সাকার মূর্তির কল্পনা করেন না। জ্ঞানযোগীরা বলেন, ঈশ্বরের যদি দেহ থাকে তবে তাঁর ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও চৈতন্য থাকবে। যদি ঈশ্বরের মন থাকে তবে তাঁর ইচ্ছা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি থাকবে কারণ এগুলো মনের বৃত্তি। কিন্তু ঈশ্বর তো সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির উর্ধে, কেননা ঐ সব গুণ থাকলে ঈশ্বর পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়বেন। আবার দেহ ও মন যেহেতু নশ্বর, সেহেতু ঈশ্বরও নশ্বর হবেন। সুতরাং যেহেতু ঈশ্বর অবিনশ্বর সেহেতু তিনি সাকার নন।

অদ্বৈত বেদান্তবাদীদের মতে ঈশ্বর ও জীবে কোন ভেদ নেই অর্থাৎ জীবই ঈশ্বর কিন্তু মায়ার কারণে মনে হয় ঈশ্বর জীব থেকে পৃথক। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে- সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঅর্থাৎ সব কিছুই ব্রহ্ম। কঠ উপনিষদে আছে, ও'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাসিত্ম কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।।' অর্থাৎ এই জগতে ব্রহ্ম হতে পৃথক কিছুই নেই, এই তত্ত্বটি সংস্কৃত মন দ্বারাই উপলব্ধি করতে হবে। যে ব্যক্তি এই জগৎকে ব্রহ্ম হতে পৃথক মনে করে, সে মৃত্যু হতে মুক্তি পায় না। মানুষ এভাবে প্রতিটি বস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞান করলে তাঁর হিংসা দূরীভূত হয়ে যেত কারণ যাকে হিংসা করবে সেও তো ঈশ্বর। পরিশেষে একথাই বলা চলে যে, ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য এবং অসীম। তাই সীমাবদ্ধ চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়।ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অব্যক্ত বলেই দুর্লভ। ঈশ্বর যদি সুলভ বস্তু হতেন, তবে তিনি সকলের পরম আরাধ্য হতেন না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'হাড্ডি'র ট্রেলারে দুর্ধর্ষ নওয়াজুদ্দীন সিদ্দিকী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুর্দান্ত অভিনয় দিয়ে প্রতিবারই ভক্তদের মুগ্ধ করেন বলিউড অভিনেতা নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকি। গত বছরের শেষে প্রকাশ্যে এসেছিল আসন্ন সিনেমা 'হাড্ডি'তে তার ভিন্নধর্মী লুক! যেখানে একেবারেই অদেখা এক লুকে দেখা মিলেছিল তার। আর এবার প্রকাশ্যে এসেছে আসন্ন সেই সিনেমার ট্রেলার। যেখানে তার লুক বেশ প্রশংসা কুড়াচ্ছে।

২৩ আগস্ট নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি 'হাড্ডি'র ট্রেলার শেয়ার করেছেন। একজন ট্রান্সজেন্ডার থেকে কিভাবে এক ভয়ংকর অপরাধী হয়ে উঠেন নওয়াজ, সেটাই ফুটে উঠেছে ট্রেলারে। নওয়াজের মুখে বলা সংলাপ, 'জানা আছে, আমাদের মানুষ কেন এত ভয় পায়? আমাদের আশীর্বাদ যেমন শক্তিশালী, তেমন অভিশাপ ভয়াবহ। তার থেকেও ভয়াবহ আমাদের আমাদের প্রতিহিংসা'- বেশ সাড়া ফেলেছে অনুরাগীদের মাঝে।

সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন অক্ষত অজয় শর্মা। চিত্রনাট্য লিখেছেন অজয় শর্মা এবং অদম্য ভল্লা।

নওয়াজউদ্দিন এবং অনুরাগ ছাড়াও এতে আরও অভিনয় করেছেন ইলা অরুণ, মুহম্মদ জিশান আইয়ুব, সৌরভ সাচদেভ, শ্রীধর দুবে, রাজেশ কুমার, বিপিন শর্মা এবং সহর্ষ শুক্লা।

ট্রেলারটি শেয়ার করে নওয়াজউদ্দিন লিখেছেন, প্রতিশোধ কি কখনও এরকম হাড় হিম করা হয়েছে? হাড্ডি আসছে প্রতিশোধের গল্প নিয়ে যা আপনাকে নিজের আসন ছাড়তে দেবে না।

'হাড্ডি'র পর নওয়াজউদ্দিনকে দেখা যাবে 'বোলে চুদিয়ান', 'নুরানি চেহরা' এবং তেলেগু ফিল্ম 'সাইন্ধব'-এ। এছাড়া তিনি এলনাজ নরোজির সঙ্গে 'সাঙ্গিন' নামে একটি চলচ্চিত্রও করছেন। যদিও প্রকল্পটি বেশ কিছুদিন ধরেই থমকে আছে বলে জানা গেছে।

শাহরুখ খানের 'জওয়ান' এ ময়মনসিংহের সঞ্জীতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পাঠান সিনেমার সাফল্যের পর নতুন সিনেমা জাওয়ান' নিয়ে আসছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। তামিল নির্মাতা অ্যাটলি পরিচালিত এ সিনেমায় নয়নতারা, দীপিকার পাশাপাশি অভিনয় করছেন বাঙালি অভিনেত্রী সঞ্জীতা ভট্টাচার্য। চমক জাগানিয়া খবর হচ্ছে এই অভিনেত্রী নানা বাড়ি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। বলিউড হাঙ্গামা ও আনন্দবাজার অনলাইন জানায়, সঞ্জীতার বাবার নাম সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কলকাতার বাসিন্দা তিনি। মায়ের বাড়ি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। কিন্তু সঞ্জিতা দিল্লিতে থাকলেও বাড়িতে তারা বাংলাতেই কথা বলেন। সঞ্জীতা নিজে ঝরঝরে বাংলা বলতে পারেন। সংগীতে স্নাতক ডিগ্রি নিয়েছেন। এর আগে দুটি হিন্দি ভাষার ওয়েব সিরিজে কাজ করেছেন। 'জওয়ান' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হচ্ছে তার।

সঞ্জীতা ভট্টাচার্য বলেন, 'আমি আসলে প্রবাসী বাঙালি। কিন্তু আমার বাবা কলকাতার, মা ময়মনসিংহের। তাই বাঙাল-ঘটি মিলিয়ে বাংলার চলটাই আমাদের বাড়িতে বেশি।'

'জওয়ান' সিনেমায় শাহরুখের বিপরীতে আছেন দক্ষিণী সিনেমার লেডি সুপারস্টার নয়নতারা। এছাড়াও অভিনয় করছেন সানায়া মালহোত্রা, যোগী বাবু। একটি বিশেষ চরিত্রে রয়েছেন প্রিয়ামণি। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর হিন্দির পাশাপাশি তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম এবং কন্নড় ভাষায় মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতলেন যারা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের ৬৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২৩-এর বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়।

'পুষ্পা : দ্য রাইজ'-এর জন্য এ বছর জাতীয় পুরস্কারে সেরা অভিনেতার সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন আল্লু অর্জুন। 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি' ও 'মিমি'র জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার ভাগ করে নিয়েছেন আলিয়া ভাট ও কৃতি স্যানন।

সর্বাধিক জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হিসেবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছে 'আরআরআর'। ভিকি কৌশল অভিনীত 'সরদার উধম' শ্রেষ্ঠ হিন্দি চলচ্চিত্র হিসেবে পুরস্কার ঘরে তুলেছে। সেরা ফিচার ফিল্ম হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে মাধবনের 'রকেট্রি: দ্য নাম্বি ইফেক্ট'।

এদিকে সুজিত সরকারের প্রশংসিত চলচ্চিত্র 'সরদার উধম' ৬৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে। চলচ্চিত্রটি পাঁচটি বিভাগে জাতীয় পুরস্কার জয় করেছে। সেরা হিন্দি ফিল্ম, সেরা কস্টিউম ডিজাইনার, সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন, সেরা অডিওগ্রাফি ও সেরা সিনেমাটোগ্রাফি।

গুণী নির্মাতা সঞ্জয় লীলা বানসালি তার চলচ্চিত্র 'গাঙ্গুবাই কাঠিয়াওয়াড়ি'র জন্য সেরা সম্পাদকের পুরস্কার জিতেছেন। সিনেমাটি পরিচালনা করেন বানসালি। অভিনেতা পঙ্কজ ত্রিপাঠি 'মিমি'র জন্য পার্শ্ব অভিনেতার পুরস্কার জিতেছেন। বিবেক অগ্নিহোত্রীর 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের উপর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছে। সিদ্ধার্থ মালহোত্রার 'শেরশাহ' জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে।

এস এস রাজামৌলির 'আরআরআর' সেরা অ্যাকশন ডিরেকশন, সেরা কোরিওগ্রাফি ও সেরা স্পেশাল ইফেক্ট পুরস্কার জিতেছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার জিতেছেন বছরের সেরা কলাকুশলীরা।

বলিউডে আগ্রহ না থাকার কারণ জানালেন রজতাভ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা বাংলা সিনেমার বর্ষীয়ান অভিনেতা রজতাভ দত্ত। কাজ করেছেন বলিউডের সিনেমাতেও। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি ওয়েব সিরিজ 'গানস অ্যান্ড গুলাবস'-এর আফিম মাফিয়া সুকান্তের চরিত্রে ধরা দিয়েছেন তিনি। পাচ্ছেন প্রশংসাও। কিন্তু বলিউডের মত জায়গায় নাকি আর কাজ করতে আগ্রহী নন এই অভিনেতা। অবশ্য সেটার কারণও জানিয়েছেন তিনি।

এক সময় বিশাল ভরদ্বাজের 'কামিনে' ছবিতে দর্শকদের চমকে দিয়েছিলেন রজতাভ। 'গানস অ্যান্ড গুলাবস' তার সপ্তম হিন্দি প্রোজেক্ট। তবে রজতাভ কিন্তু বলিউড নিয়ে আপাতত খুব বেশি আগ্রহী নন।

রজতাভ বললেন, ;আসলে হিন্দি তো আমার ভাষা নয়। ফলে ভাষাটা মনে রাখতে গিয়ে মনে হয়, নিজের অনেকটা এনার্জি নষ্ট হয়ে যায়।'

শিডিউল সমস্যার জন্য বিশালের পক্ষ থেকে কাজের প্রস্তাব ফিরিয়েছেন বলে জানালেন রজতাভ। বললেন, 'বাড়ি ছেড়ে খুব বেশি দিন বাইরে থাকতে পারি না। তাছাড়া হিন্দি কাজের ডেট মূলত সেই কাজের মুখ্য তারকাদের কেন্দ্র করে ফেলা হয়। ফলে আমার ডেট নিয়ে সমস্যা হতেই থাকে। আমি আপাতত এটাই শেষ হিন্দি কাজ বলে ঠিক করেছি। বাংলায় কাজ করে দিব্যি আনন্দে রয়েছি। পরে ভাল কোনও প্রস্তাব এলে তখন ভেবে দেখব।'

বলিউডে উৎসাহী না হলেও চলতি সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে রজতাভ অভিনীত ছবি 'ক্যাফে ওয়াল'। অরুদীপ্ত দাশগুপ্ত পরিচালিত এই ছবিতে পুলিশ অফিসারের চরিত্রে রয়েছেন রজতাভ।

এ ছাড়াও মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে রজতাভ অভিনীত এবং সৌরভ দাস পরিচালিত কল্পবিজ্ঞানের ছবি 'কোহিনুর'।

ওয়াসিম জাফরের মতে,

'চাঁদের পিচ' স্পিন সহায়ক

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চাঁদে সফলভাবে অবতরণ করেছে ভারতের চন্দ্রযান-৩। এর মাধ্যমে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণকারী প্রথম দেশ হিসেবে ইতিহাস গড়লো তারা। চাঁদে এর আগের সব মিশনে চন্দ্রযানগুলো নিরক্ষরেখার কাছাকাছি নেমেছিল। তবে অনাবিষ্কৃতই ছিল পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহের দক্ষিণ মেরু।

চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যে সকল ভারতীয়দের মত উচ্ছ্বসিত দেশটির সাবেক ও বর্তমান ক্রিকেটাররা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা অভিনন্দন জানিয়েছেন চন্দ্রযান দলকে। তবে ভিন্নভাবে উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ওয়াসিম জাফর।

বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সাবেক এই পরামর্শক কোচ তো চাঁদের মাটিকে ক্রিকেট পিচের সঙ্গে তুলনা করে ফেলেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠের ছবি টুইটারে পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'অবশ্যই আগে ব্যাটিং করার মতো উইকেট। ৩ স্পিনার, ১ বিশেষজ্ঞ পেসার ও সঙ্গে এক অলরাউন্ডার নিয়ে মাঠে নামব।' বুঝতে বাকি নেই ওয়াসিম জাফরের কাছে চাঁদের পিচ হচ্ছে স্পিন সহায়ক।

এরপরই নানান ধরনের আলোচনা শুরু হয় ওয়াসিমের পোস্টের মন্তব্যের ঘরে। একজন তো লিখেছে, চাঁদে ৫ উইকেট পাবেন ভারতীয় স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা।

রোহিত-বিরাটদের

৯ ঘণ্টা ঘুমানোর নির্দেশনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর শেষ করে ভারতের বেশ ক'জন ক্রিকেটার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-২০ সিরিজ খেলেছেন। বাকিদের এশিয়া কাপের আগে ফিট ও প্রস্তুত রাখতে ১৩ দিনের অনুশীলন ক্যাম্প রেখেছে ভারতের ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের ওই ১৩ দিনের জন্য একটি রুটির তৈরি করে দেওয়া হয়। যেখানে জিম-ইয়োগা-ব্যাটিং-বোলিং অনুশীলনের পাশাপাশি প্রতিদিন অন্তত ৯ ঘণ্টা ঘুমানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ক্রিকেটারদের ফিট ও ইনজুরি মুক্ত রাখতে এই নির্দেশনা দিয়েছে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি। ভারতের সংবাদ মাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানিয়েছে, ক্রিকেট একাডেমি কী করা যাবে এবং কী করা যাবে না তার একটা লম্বা লিস্ট দিয়েছে ক্রিকেটারদের। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সূত্রের বরাত দিয়ে দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলেছে, 'এটা ক্রিকেটারদের জন্য একটা বিশেষ প্রোগ্রাম। যা আগামী দুই মাস তাদের ফিট রাখার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। ট্রেনাররা ১৩দিন শেষে ঠিকই বুঝতে পারবেন কারা নির্দেশনা মেনেছেন এবং কারা মানেননি। নির্দেশনা যারা মানবেন না তাদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা টিম ম্যানেজমেন্ট নির্ধারণ করবে।'

এশিয়া কাপের পরে বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচকরা। ওই দল ঘোষণার আগে ক্রিকেটারদের ফিটনেস রিপোর্ট দেওয়া হবে বোর্ড ও টিম ম্যানেজমেন্টকে। ওই রিপোর্ট দল নির্বাচনে ভূমিকা রাখতে পারে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত পরিবর্তন; বিগ ব্যাশ খেলবেন রশিদ খান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগের অবস্থান থেকে সরে এলেন রশিদ খান। বিগ ব্যাশ বর্জন করার কথা জোর দিয়ে ভাববেন বললেও শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার এই টুর্নামেন্টের আগামী আসরেও দেখা যাবে আফগান লেগ স্পিন তারকাকে।

এখনও অবশ্য কোনো পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি বা জানানো হয়নি কিছুই। ড্রাফটে থাকা বিদেশি ক্রিকেটারদের তালিকা আগামী সোমবারের আগে প্রকাশ করা হবে না। তবে লিগ সূত্রের বরাত দিয়ে এএপি জানিয়েছে, রশিদ এই টুর্নামেন্টে খেলবেন বলে নিশ্চিত করেছেন। রশিদের বিগ ব্যাশ না খেলার ভাবনা ছিল অস্ট্রেলিয়ার একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে। গত মার্চে সাদা বলের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার কথা ছিল আফগানিস্তান দলের। কিন্তু তালেবান সরকার আফগান নারীদের উচ্চশিক্ষা নিষিদ্ধ করার পর 'মানবাধিকার লঙ্ঘনের' অভিযোগে আফগানিস্তানের সঙ্গে সিরিজ বাতিল করে দেয় অস্ট্রেলিয়া। তবে ক্রিকেটে রাজনীতিকে সম্পৃক্ত করার সেই সিদ্ধান্ত ভালো লাগেনি রশিদের। তিনি সরাসরিই তখন বলেছিলেন, তিনিও কঠোর সিদ্ধান্তের কথা ভাববেন।

রশিদ খান জানান, এটা জেনে আমি সত্যিই হতাশ যে অস্ট্রেলিয়া আমাদের সঙ্গে সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করায় দারুণ গর্ব খুঁজে নেই আমি এবং বিশ্ব আঙিনায় আমরা অনেক অগ্রগতি করেছি। এই পথচলায় বড় ধাক্কা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার এই সিদ্ধান্ত। আফগানিস্তানের বিপক্ষে খেলাটা যদি অস্ট্রেলিয়ার জন্য এতটা অস্বস্তিকর হয়, তাহলে বিগ ব্যাশে আমার উপস্থিতি দিয়ে তা আরও অস্বস্তিময় করে তুলতে চাই না। এজন্য এই টুর্নামেন্টে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি জোর দিয়ে ভাবব।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া পরে জানিয়েছিল, সিরিজ বাতিল করার সিদ্ধান্তে তারা পরিষ্কার এবং অটল। তবে আফগান ক্রিকেটারদের বিগ ব্যাশে বরাবরের মতোই স্বাগত জানিয়ে রেখেছিল তারা। কিন্তু রশিদের হুমকির পর মুজিব উর রহমান, নুর আহমাদ, ইজহারুলহাক নাভিদসহ সব আফগান ক্রিকেটারের বিগ ব্যাশে খেলা ছিল অনেকটাই অনিশ্চিত। এখন সবাই ড্রাফটে থাকছেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ড্রাফটে রশিদকে তার পুরোনো দল অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্স ধরে রাখবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। গত বিগ ব্যাশে এই দলের হয়ে ৮ ম্যাচ খেলে পরে এসএ টোয়েন্টিতে খেলতে চলে গিয়েছিলেন তিনি। এবার এই লেগ স্পিনারকে প্রথম ৭ ম্যাচে পাবে অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্স। ২৪ বছর বয়সী তারকা এরপর চলে যাবেন এসএ টোয়েন্টিতে।

শেষ পর্যন্ত রশিদকে পাওয়া ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ও বিগ ব্যাশের জন্য বড় স্বস্তির। এমনিতেই পারিশ্রমিকের সীমাবদ্ধতা থাকায় ও নতুন নতুন লিগের আবির্ভাবে বিগ ব্যাশে বিদেশি তারকাদের পদচারণা কমছে নিয়মিতই। রশিদকে না পেলে তা হতো আরও বড় ধাক্কা। বিগ ব্যাশের সব আসর মিলিয়ে সফলতম বিদেশি বোলার রশিদ। এখানে ৬৯ ম্যাচ খেলে ৯৮ উইকেট তার। এই টুর্নামেন্টে ৫০ উইকেটও নেই আর কোনো বিদেশি বোলারের।

নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড পরে

বেনজেমার গোল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিগ ম্যাচে ইত্তিহাদের জার্সিতে প্রথম গোল করেছেন করিম বেনজেমা। দলকে প্রথমে লিড এনে দেন তিনি। শেষ গোলে সহায়তাও দিয়েছেন। তার দল আল রিয়াদের বিপক্ষে জিতেছে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে। ইত্তিহাদ কোচ নুনো স্পারিন্তে সান্তোসের সঙ্গে সংকট চলছে রিয়াল মাদ্রিদ থেকে দুই বছরের চুক্তিতে সৌদি আসা বেনজেমার। নেতৃত্ব দিয়েও ছিল দ্বন্দ্ব। বৃহস্পতিবার রাতে নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড পরে নামেন ফ্রান্স জাতীয় দলকে বিদায় বলা ৩৬ বছর বয়সী বেনজেমা। ম্যাচের ১৭ মিনিটে গোল করেন তিনি। মাঝ মাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে প্রতিপক্ষের বক্সের মুখে ঢুকে পড়েন এই স্ট্রাইকার। একবার বল দেওয়া-নেওয়া করে দারুণ শটে জালে পাঠিয়ে দেন বল। এরপর আঙুল নির্দেশ করে উদযাপন করে বেনজেমা হয়তো কোচ নুনো সান্তোসকে বোঝাতে চেয়েছেন, 'তাকে দলে কেন দরকার।'

ইত্তিহাদ ম্যাচের ২৫ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে। দলটি পেনাল্টি পেলেও শট নেননি বেনজেমা। দলটির মরক্কান মিডফিল্ডার আব্দেররাজ্জাক হামদাল্লাহ শট নিয়ে গোল করেন। ম্যাচের প্রথমার্ধে ১০ মিনিটে অতিরিক্ত সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়। শেষ মিনিটে জালে বল পাঠিয়ে আব্দেররাজ্জাক দলকে ৩-০ গোলে এগিয়ে নেন। এরপর ম্যাচের শেষ সময় অর্থাৎ ৯৩ মিনিটে দলের পক্ষে চতুর্থ গোল করেন সালেম আল আমরি। তার গোলে বড় জয়ে তিন ম্যাচের তিন জয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে আছে ইত্তিহাদ।

প্রজ্ঞানন্দের হার,

দাবার বিশ্বকাপ কার্লসেনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতার কাছেই হার মানলেন ভারতের তারকা রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসলেন কার্লসেন।

তবে কিংবদন্তি কার্লসেনকে ১৮ বছরের প্রজ্ঞা ফাইনালে হারলেও চাপে রেখেছিলেন। বৃহস্পতিবার অবশ্য র‍্যাপিড পর্বে প্রথম রাউন্ডে হেরে যান প্রজ্ঞানন্দ। দ্বিতীয় র‍্যাপিড গেমে জিততেই হতো তাকে। কিন্তু সেই গেম ড্র করেন প্রজ্ঞাননন্দ। ফলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মুকুট উঠল কার্লসেনের মাথায়।

ফাইনালে হারলেও, প্রজ্ঞাননন্দের কৃতিত্বকে বাহবা দিয়েছে বিশ্ব দাবার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিদে (ঋওউঊ)। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা জানিয়েছে, '২০২৩ দাবা বিশ্বকাপে রানার আপ হয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ। ভারতের ১৮ বছরের দাবাড়ুর দারুণ একটা টুর্নামেন্ট গেল। তাকে অভিনন্দন। ফাইনালে ওঠার পথে প্রজ্ঞানন্দ হারিয়েছেন বিশ্বের দু'নম্বর হিকারু নাকামুরা ও বিশ্বের তিন নম্বর ফাবিয়ানো কারুয়ানাকে। রৌপ্য পদক জিতে উনি ফিডে ক্যান্ডিডেটসের যোগ্যতাও অর্জন করেছেন।'

মেসি ম্যাজিকে মায়ামির

টিকেটের দাম ২৫ লাখ টাকা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আবার লিওনেল মেসি ধামাকা। এবার আর্জেন্টাইন তারকার অভিষেক হতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারে (এমএলএস)। বাংলাদেশ সময় আগামী রবিবার সকালে নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে খেলবেন মেসি।

নিউ জার্সির রেড বুল অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ম্যাচটির বিশেষ টিকেটের দাম ঠেকেছে ২৫ লাখ টাকায় (২৩ হাজার ডলার)।

গেম টাইম ডটসিও ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, মায়ামি-রেড বুলস ম্যাচটি দেখতে সর্বনিম্ন ৩২৭ মার্কিন ডলার গুণতে হবে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৫ হাজার টাকার বেশি। টিকেটের দাম নির্ধারিত হয় আসনের অবস্থানের ওপর।

ম্যাচের মাঠের কর্নার ফ্ল্যাগের কাছাকাছি থাকা বিশেষ। এটির দাম ১৭ হাজার ৪৩৮ মার্কিন ডলার, সঙ্গে ৬ হাজার ডলার কর মিলে মোট খরচ পড়বে ২৩ হাজার মার্কিন ডলারের (২৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার কাছাকাছি) বেশি। যা বাংলাদেশি মুদ্রায়।

ইন্টার মায়ামিতে ৮টি ম্যাচ খেলেছেন মেসি।

এ্যালিস্টারের

লাল কার্ড প্রত্যাহার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ১৯ আগস্ট প্রিমিয়ার লিগে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে রায়ান ক্রিস্টিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যাবার অপরাধে লিভারপুলের মিডফিল্ডার ও আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ম্যাক এ্যালিস্টারকে লাল কার্ড দেখান কর্তব্যরত রেফারি থমাস ব্রামাল। তবে আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাক এ্যালিস্টারের লাল কার্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন লিভারপুলের কোচ জার্গেন ক্লপ। তার অভিযোগ, লাল কার্ড দেখানোর কারণে এমনিতেই 'যথেষ্ট শাস্তি' পেয়েছে দল। দ্বিতীয়ার্ধে দীর্ঘ সময় বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন ওই তারকাকে ছাড়া লড়তে হয়েছে।

শনিবার ক্লপ বলেন, 'ম্যাচ শেষে আমি ফের ঘটনাটি দেখেছি। তালিকায় পয়েন্ট থাকলেই কি আপনাকে লাল কার্ড দেখাতে হবে? আর কোন বিকল্প নেই? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে রেফারি যদি ভিএআর প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে সিদ্ধান্তটি নিতেন তাহলে আমাদের কোন আপত্তি ছিল না। ভিএআর দেখে লাল কার্ড দিলে আমাদের দ্বিমত করার সুযোগ ছিল না।'

ওই কার্ড যদি আমলে নেয়া হতো তাহলে পরবর্তীতে আরও অন্তত তিন ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ হতেন এ্যালিস্টার। তবে এখন তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। ফুটবল এসোসিয়েশনের (এফএ) একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'ভুলক্রমে আরোপিত এ্যালিস্টারের তিন ম্যাচের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছে স্বাধীন রেগুলেটরি কমিশন।'

২১ বছরেই সৌদি লিগে

বিস্ময়বালক ভিয়েগা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্যাম্প ন্যু ছাড়ার আগে সের্গিও বুসকেটস বলে গেছেন, গ্যাব্রি ভিয়েগার মধ্যে নিজের ছাপ দেখেন। ২১ বছরের এই মিডফিল্ডার খেলছিলেন সেল্টা ভিগোতে। তাকে বিস্ময়বালক খ্যাতি দেওয়া হয়েছে। তুলনা করা হচ্ছিল রিয়ালের ফেদে ভালভার্দে, বার্সা ফ্রেঙ্কি ডি জংয়ের সঙ্গে। মিডফিল্ড সামলে গত মৌসুমে সেল্টা ভিগোর হয়ে ৩৬ লিগ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন এই স্প্যানিশ ফুটবলার। জানুয়ারির দলবদল মৌসুম থেকেই তার দিকে চোখ ছিল ইউরোপের শীর্ষ পর্যায়ের ক্লাবগুলোর। আর্সেনাল, লিভারপুল, নিউক্যাসল তাকে কিনতে চেয়েছিল। বার্সেলোনা তাকে দলে ভেড়ানোর লড়াইয়ে নেমেছিল। নানান কারণে বার্সায় যাওয়া হয়নি ভিয়েগার। প্রস্তাব হাতে থাকলেও যাননি ইতালির লিগ চ্যাম্পিয়ন নাপোলিতে। বরং তিনি যোগ দিচ্ছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল আহলিতে। ৪০ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে এই তরুণকে কিনছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি। দলবদল বিশেষজ্ঞ সাংবাদিক ফ্যাবরিজিও রোমানো জানিয়েছেন, আল আহলির সঙ্গে ভিয়েগার চুক্তির আলাপ-আলোচনা সম্পন্ন হয়ে গেছে। তিন পক্ষ সব দিক দিয়ে চুক্তির বিষয়ে সম্মত হয়েছে। দ্রুতই মেডিকেল সম্পন্ন করে সৌদি লিগে যোগ দেবেন তিনি। সৌদি প্রো লিগে চলতি মৌসুমে নেইমার, সাদিও মানেরা যোগ দিয়েছেন। আছেন তরুণ ইবানেজ ও ম্যালকম। তারপরও ভিয়েতার সঙ্গে সৌদি ক্লাবের চুক্তিতে মৌসুমের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বলা হচ্ছে। কারণ এখন পর্যন্ত সৌদি লিগে যাওয়া ফুটবলারদের অধিকাংশই ফুরিয়ে যাওয়া তারকা। সেখানে ভিয়েগার কেবল শুরু।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR